গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
নিকার শাখা

নং-মপবি/নিকার/১(৩)/২০০৪/১৮৫(২৫০)

তারিখ ঃ ০৯ কার্তিক ১৪১১ / ২৪ অক্টোবর ২০০৪

পরিপত্র

বিষয় ঃ নতুন উপজেলা, থানা এবং তদন্ত কেন্দ্র স্থাপনের সংশোধিত নীতিমালা প্রসঙ্গে।

নতুন উপজেলা স্থাপনের নীতিমালা ঃ

দেশে উপজেলাসমূহের ইউনিয়নের সংখ্যা, লোক সংখ্যা ও আয়তনের মাঝে সামঞ্জস্য নাই, অথচ এই সমস্ত উপজেলাসমূহের অবকাঠামোগত সুযোগ সুবিধা প্রায় একই রকমের হওয়ায় উপজেলাসমূহের কার্যপরিধিতে সামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হয় না। অন্য দিকে নতুন উপজেলা সৃষ্টির লক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন এলাকা হইতে স্থানীয় প্রশাসনের সুপারিশ সম্বলিত যে প্রস্তাবনা পাওয়া যায় তাহা বিবেচনা করিবার জন্য সুনির্দিষ্ট কোন নীতিমালা বিদ্যমান নাই বলিয়া নতুন উপজেলা সৃষ্টির ক্ষেত্রে নানাবিধ অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হয়। বিরাজমান এই পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে নতুন উপজেলা সৃষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় শর্ত সম্বলিত একটি নীতিমালা থাকা বাঞ্ছনীয় বলিয়া সরকার কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত নীতিমালা জারী করা হইল।

(১) দেশে নতুন উপজেলা স্থাপনের জন্য নিম্নলিখিত শর্তাবলী পুরণ করিতে হইবে।

(ক) প্রস্তাবিত উপজেলা এলাকার ভৌগলিক অবস্থান, প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধকতা, অবকাঠামোগত অসুবিধা, অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা, স্বাস্থ্য সেবা, শিক্ষার প্রসারে অনগ্রসরতা ইত্যাদি কারণে ঐ এলাকার জনগণ চরম ভোগান্তির শিকার হইতেছে কিনা নতুন উপজেলা সৃষ্টির প্রস্তাবে সেই সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা থাকিতে হইবে;

(খ) প্রস্তাবিত উপজেলা সৃষ্টি করার পিছনে কোন প্রকার আইনগত, টেকনিক্যাল বা প্রশাসনিক বাধ্যবাধকতা আছে কিনা সে বিষয়ে নিশ্চিত হইতে হইবে;

(গ) ইউনিয়ন সংখ্যা ঃ পৌরসভা থাকিলে ন্যূনতম ৭টি ইউনিয়ন ও পৌরসভা না থাকিলে ন্যূনতম ৮টি ইউনিয়ন হইবে;

(ঘ) নতুন উপজেলার জন্য জনসংখ্যা ন্যূনতম (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পৌরসভার জনসংখ্যাসহ ২,০০,০০০ - ২,৫০,০০০ (দুই লক্ষ হইতে আড়াই লক্ষ) এর মধ্যে হইতে হইবে;

(ঙ) আয়তন ন্যূনতম ৩০০ বর্গকিলোমিটার হইতে হইবে;

(চ) "পার্বত্য এলাকা, দ্বীপ এলাকা, সমুদ্র উপকূলীয় চর এলাকা, নিম্নাঞ্চল বা হাওর ও বনাঞ্চল এলাকার ভৌগলিক বৈশিষ্ট ও যোগাযোগ ব্যবস্থা অন্যান্য এলাকা হইতে ভিন্নতর বিধায়, উপরে বর্ণিত জনসংখ্যা, আয়তন ও ইউনিয়ন সংখ্যা সংক্রান্ত শর্ত এই সকল এলাকার ক্ষেত্রে যুক্তিসঙ্গত সংখ্যায় ও পরিমাণে শিথিলযোগ্য হিসাবে গণ্য করা হইবে। এ সকল এলাকায় নতুন উপজেলা স্থাপনের ক্ষেত্রে সরকারের নীতি বাস্তবায়ন, স্থানীয় উন্নয়ন কর্মকান্ড সুষমভাবে পরিচালনা ও প্রশাসন ব্যবস্থাপনা সুদৃঢ় রাখার লক্ষ্যে মূলতঃ সংশ্লিষ্ট এলাকার অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নে প্রাকৃতিক বাধা, জেলা সদর ও অন্যান্য গুরত্বপূর্ণ স্থান হইতে দুরত্ব ও যোগাযোগের সুবিধাদি এবং জনস্বার্থে বিশেষভাবে গুরত্বপূর্ণ বিষয় বিবেচনায় আনা হইবে;

(২) শুধু নীতিমালার শর্ত পূরণ হইলেই নতুন উপজেলা স্থাপন করা যাইবে না। বরং সমগ্র এলাকার জনসাধারণের বাস্তব চাহিদা, প্রকৃত প্রয়োজন, আর্থিক সংশ্লেষ ও সংস্থান এবং আনুষঙ্গিক বিষয়াদিও বিবেচনা করিতে হইবে।

(৩) উপজেলা সদর দপ্তর ঃ উপজেলা সদর দপ্তরের স্থান নির্বাচন এবং উপজেলা কমপ্লেক্স নির্মাণের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো বিবেচনায় আনা হইবে ঃ

(ক) উপজেলা সদরের স্থান সাধারণভাবে উপজেলার কেন্দ্রস্থলে হইবে; ইহার সাথে আন্তঃ ইউনিয়ন ও জেলা সদরের যোগাযোগ ব্যবস্থা ভাল থাকা আবশ্যক;

(খ) সদর দপ্তর নদীভাঙ্গনমুক্ত এলাকায় হইবে;

(গ) প্রস্তাবিত সদর দপ্তর এলাকায় উপজেলা কমপ্লেক্স, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, থানা ও ব্যাংক কাছাকাছি নির্মাণ/স্থাপনের সুযোগ থাকিতে হইবে;

(ঘ) প্রস্তাবিত স্থানে হাটবাজার বা ব্যবসা কেন্দ্র, পোষ্ট অফিস, স্কুল, কলেজ, স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান, থানা, ব্যাংক, মাদ্রাসা, সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, বিদ্যুতের সুবিধা ইত্যাদি ইতিমধ্যে থাকিলে তা ইতিবাচক বিষয় হিসাবে গণ্য হইবে;

(ঙ) উপজেলা কমপ্লেক্সের জন্য চার তলা ভবন নির্মাণের উপযোগী বা উপযোগী করিবার মত যোগ্য জায়গা থাকিতে হইবে। সাধারণতঃ নিচু জায়গাকে নিরুৎসাহিত করা হইবে;

(চ) উপজেলা কমপ্লেক্সের জন্য সর্বোচ্চ ৫.০০(পাঁচ) একর জমির ব্যবস্থা রাখিতে হইবে, তবে নতুন ভাবে পুকুর খনন করা প্রয়োজন হইলে অতিরিক্ত ১.০০(এক) একর জমির সংস্থান রাখা যাইতে পারে;

(৪) নির্মাণের স্থান ঃ

(ক) নির্মিতব্য উপজেলা কমপ্লেক্স, থানা ও উপজেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্রের ভবনের জন্য বহুতলা বিশিষ্ট টাইপ প্লান তৈরী করিতে হইবে। টাইপ প্লানটি নিকার বৈঠকের অনুমোদনের জন্য পেশ করা যাইতে পারে এবং এই বৈঠক সম্ভব অনুষ্ঠিত না হইলে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদন লইয়া তাহা পরবর্তীতে অবগতির জন্য নিকার সভায় উপস্থাপন করা যাইতে পারে। এই বিষয়ে স্থানীয় সরকার বিভাগ, গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে। তবে, কয়েকটি এলাকার (যথা- পার্বত্য জেলাসমূহে) প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য আনয়নের জন্য এই টাইপ প্লানে প্রয়োজনানুযায়ী ব্যতিক্রম করা যাইতে পারে;

(খ) উপজেলা সদর দপ্তরের নির্দিষ্ট এলাকাসহ আশে পাশের এলাকা নিয়া উপজেলার মাষ্টার প্লান তৈরী করিতে হইবে, যাহাতে এলাকাটি ভবিষ্যতে একটি পরিকল্পিত উপজেলা শহর হিসাবে গড়িয়া উঠিতে পারে। পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধিসহ মৎস্য চাষের জন্য একটি পুকুরের ব্যবস্থা রাখা যাইতে পারে। স্থানীয় সরকার বিভাগ গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করিবে;

(৫) উপজেলা স্থাপনের প্রস্তাব/আবেদন প্রক্রিয়াকরণ পদ্ধতি ঃ

(ক) প্রস্তাবিত উপজেলা এলাকার কোন ব্যক্তি অথবা জেলার যে কোন পর্যায়ের একজন নির্বাচিত জনপ্রতিনিধির নিকট হইতে প্রাপ্ত আবেদনের ভিত্তিতে জেলা প্রশাসকগণ নীতিমালায় বর্ণিত বিধানের আলোকে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করতঃ যথাযথ পরীক্ষা-নিরীক্ষান্তে উপজেলা করার উপযোগী প্রতীয়মান হইলে সুপারিশসহ সুস্পষ্ট প্রস্তাব বিভাগীয় কমিশনারের মাধ্যমে স্থানীয় সরকার বিভাগে প্রেরণ করিবেন। সংস্থাপন মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ ও পরিকল্পনা বিভাগের মতামত

গ্রহণ করতঃ স্থানীয় সরকার বিভাগ উক্ত প্রস্তাবের যথার্থতা পরীক্ষান্তে তাহাদের মতামতসহ প্রস্তাব মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করিবে;

(খ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, স্থানীয় সরকার বিভাগ হইতে প্রাপ্ত মতামতসহ প্রস্তাব পরীক্ষান্তে মন্ত্রিপরিষদ সচিবের সভাপতিত্বে গঠিত সচিব কমিটিতে বিবেচনার জন্য পেশ করিবে। সচিব কমিটি স্থানীয় সরকার বিভাগের সুপারিশ সম্বলিত প্রস্তাব বিবেচনান্তে নতুন উপজেলা স্থাপনের চূড়ান্ত সুপারিশ প্রণয়ন করিবে;

<u>নতুন থানা ও তদন্ত কেন্দ্র স্থাপনের নীতিমালা</u> ঃ

দেশে নতুন থানা ও তদন্ত কেন্দ্র স্থাপন সম্পর্কে কোন নীতিমালা বিদ্যমান নাই বিধায় নতুন থানা ও তদন্ত কেন্দ্র সৃষ্টির ক্ষেত্রে নানাবিধ অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হয়। নতুন থানা ও তদন্ত কেন্দ্র সৃষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় শর্ত সম্বলিত একটি নীতিমালা থাকা বাঞ্চনীয় বলিয়া সরকার কর্তৃক নিম্নবর্ণিত নীতিমালা জারী করা হইল।

(১) দেশে নতুন থানা স্থাপনের জন্য নিম্নলিখিত শর্তাবলী এবং নীতি-পদ্ধতি প্রযোজ্য হইবে ঃ

(ক) পল্লী এলাকায় নতুন থানা স্থাপনের ক্ষেত্রে সাধারণতঃ ইউনিয়ন সংখ্যা পৌরসভা থাকিলে ন্যূনতম ৭টি এবং পৌরসভা না থাকিলে ন্যূনতম ৮টি, জনসংখ্যা ২,০০,০০০-২,৫০,০০০ (দুই লক্ষ থেকে আড়াই লক্ষ) এবং আয়তন ন্যূনতম ২৫০ বর্গকিলোমিটার হইতে হইবে। তবে পার্বত্য এলাকা, দ্বীপ এলাকা, সমুদ্র উপকূলীয় চর এলাকা, নিম্নাঞ্চলীয় হাওর ও সুন্দরবন এলাকার ভৌগলিক বৈশিষ্ট্য ও যোগাযোগ ব্যবস্থা অন্যান্য এলাকা হইতে ভিন্নতর বিধায় জনসংখ্যা, ইউনিয়ন সংখ্যা ও আয়তন সংক্রান্ত শর্ত এই সকল এলাকার ক্ষেত্রে যুক্তিসংগত সংখ্যায় ও পরিমানে শিথিলযোগ্য বলিয়া গণ্য হইতে পারে। এই সকল এলাকায় নতুন থানা স্থাপনের ক্ষেত্রে অপরাধ প্রবণতাসহ সংশ্লিষ্ট এলাকার অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ ব্যবস্থা, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে প্রাকৃতিক বাধা, জেলা ও উপজেলা সদর হইতে দূরত্ব ও যোগাযোগের অসুবিধাদি বিবেচনা করা যাইতে পারে।

(খ) শহর এলাকায় নতুন থানা স্থাপনের ক্ষেত্রে জনসংখ্যা ন্যূনতম ২,৫০,০০০ (আড়াই লক্ষ) হইতে হইবে।

(গ) নতুন থানা স্থাপনের ক্ষেত্রে পুলিশ রেগুলেশন্স, বেঙ্গল ('পি আর বি') অনুসারে আমলযোগ্য অপরাধ, 'ইউ ডি' কেস ও ফৌজদারী কার্যবিধির সংশ্লিষ্ট ধারার অধীনে মোকদ্দমার সংখ্যা বিবেচনা সহ 'পি আর বি' এর অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিধান ও পদ্ধতিসমূহ অনুসরণ করিতে হইবে।

(ঘ) থানা স্থাপনের ক্ষেত্রে পুলিশ সুপারের প্রস্তাবের বিষয়ে জেলা প্রশাসক, রেঞ্জ ডিআইজি ও বিভাগীয় কমিশনারের সুস্পষ্ট মতামত বিবেচনায় আনিতে হইবে।

(ঙ) থানা স্থাপনের ক্ষেত্রে ব্যাংক, শিল্প কারখানা, হাটবাজার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির সংখ্যা ও অবস্থান বিবেচনা করা যাইতে পারে।

(চ) থানা ভবন নির্মাণের জন্য শহর এলাকায় অনুর্ধ্ব ০.৫০ একর এবং পল্লী এলাকায় অনুর্ধ্ব ১ (এক) একর জমি প্রয়োজনানুসারে অধিগ্রহণ করা যাইতে পারে।

(ছ) থানার সদর দপ্তর অধিক্ষেত্রের যতদুর সম্ভব কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত হইবে। এই ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ, 'কে পি আই' বা অনুরূপ স্থাপনা বা প্রতিষ্ঠানের অবস্থান ইত্যাদি বিবেচনা করা যাইতে পারে। প্রস্তাবিত নতুন থানার সদর দপ্তর মূল থানার সদর দপ্তর হইতে কমপক্ষে ৮-১০ কিঃমিঃ দূরে স্থাপিত হইবে।

(২) নতুন পুলিশ তদন্ত কেন্দ্র স্থাপনের জন্য নিম্নলিখিত শর্তাবলী এবং নীতি-পদ্ধতি প্রযোজ্য হইবে ঃ

(ক) পল্লী এলাকায়, বিশেষতঃ যেই সব এলাকার যাতায়াত ব্যবস্থা দুর্গম, সেই সব এলাকার ক্ষেত্রে তদন্ত কেন্দ্র স্থাপনের বিষয় বিবেচনা করা যাইতে পারে। তবে এই ক্ষেত্রে মূল থানার ও প্রস্তাবিত তদন্ত কেন্দ্র এলাকার তদন্তযোগ্য মোকদ্দমার পরিসংখ্যান, এলাকায় অপরাধ প্রবণতা, আইন-শৃংখলা পরিস্থিতি, আয়তন, অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ ব্যবস্থা ইত্যাদি বিবেচনা করিতে হইবে। প্রস্তাবিত তদন্ত কেন্দ্র বাবদ সরকারী সম্ভাব্য ব্যয়ের যথার্থতার বিষয়টিও সেই সাথে বিশ্লেষণ ও বিবেচনা করিতে হইবে।

(খ) ফৌজদারী কার্যবিধি ও 'পি আর বি'-তে তদন্ত কেন্দ্রের স্বতন্ত্র/আলাদা অস্তিত্ব/সত্ত্বা না থাকায় তদন্ত কেন্দ্র স্থাপনের জন্য জনসংখ্যা, আয়তন, ইউনিয়ন সংখ্যা সংক্রান্ত শর্ত নির্ধারণ করা যথাযথ হইবে না বা আলাদা অধিক্ষেত্র নির্ধারণ করা যাইবে না।

(গ) তদন্ত কেন্দ্রের জন্য স্থায়ী প্রকৃতির ভবন তৈরী নিরুৎসাহিত করা হইবে। ভবন তৈরীর জন্য জমি অধিগ্রহণের প্রয়োজন হইলে তাহা ১০ কাঠার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখিতে হইবে।'

২। নতুন উপজেলা, থানা এবং তদন্ত কেন্দ্র স্থাপনের সংশোধিত এই নীতিমালা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২২/১০/০৪

(এ, কে, এম আবদুল আউয়াল মজুমদার)
যুগ্ম-সচিব

বিতরণ ঃ

১। জনাব.....
..... জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী।

২। মুখ্য সচিব
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়।

৩। সচিব/ভারপ্রাপ্ত সচিব
.....মন্ত্রণালয়/বিভাগ।

৪। মহাপুলিশ পরিদর্শক
বাংলাদেশ, ঢাকা

৫। কমিশনার
..... বিভাগ

৬। উপ-মহাপুলিশ পরিদর্শক
..... বিভাগ।

৭। জেলা প্রশাসক
..... জেলা।

৮। পুলিশ সুপার
.....জেলা।